

📖 যে সকল হারামকে মানুষ তুচ্ছ মনে করে থাকে

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ৩৪. জুমু‘আর সালাতের আযানের পরে কেনা-বেচা করা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

জুমু‘আর সালাতের আযানের পরে কেনা-বেচা করা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمٍ ءَلَا جُمُعَةٍ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۹﴾ [الجمعة: ৯]

“হে ঈমানদারগণ! জুমু‘আ দিবসে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা জ্ঞান রাখ।” [সূরা আল-জুমু‘আ, আয়াত ৯]

অত্র আয়াতদৃষ্টে আলিমগণ আযান থেকে শুরু করে ফরয সালাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেনা বেচা ও অন্যান্য সকল কাজকর্ম হারাম বলে উল্লেখ করেছেন। অনেক দোকানদারকে দেখা যায় তারা আযানের সময়ও নিজেদের দোকানে কিংবা মসজিদের সামনে কেনা বেচা চালিয়ে যেতে থাকে। যারা এ সময় কেনা-কাটায় অংশ নেয়, তারাও তাদের সাথে পাপে শরীক হয়। এমনকি তুচ্ছ একটি মিসওয়াক কেনা-বেচা করলেও ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ই তাতে গোনাহগার হবে। আলেমগণের জোরালো মতানুসারে এ সময়ের কেনা-বেচা বাতিল বলে গণ্য হবে। অনেক হোটেল, বেকারী, ফ্যাঙ্টরী, কলকারখানা ইত্যাদির লোকেরা জুমু‘আর সালাতের সময় তাদের শ্রমিকদের কাজ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে। তাতে বাহ্যতঃ তাদের কিছু লাভ দেখা গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিম্নোক্ত উক্তি মোতাবেক আমল করা কর্তব্য-

«لَا طَاعَةَ لِبَشَرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ»

“আল্লাহর অবাধ্যতায় কোনো মানুষের আনুগত্য করা যাবে না” [1]

ফুটনোট

[1] মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১০৬৫।

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10062>

📖 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন